বি; দ্রঃ প্রবেশপত্র ব্যতিরেকে কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন বই, উত্তরপত্র, নোট বা অন্য কোন কাগজপত্র, ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ভ্যানিটি ব্যাগ, পার্স, হাত ঘড়ি বা ঘড়ি জাতীয় বস্তু, ইলেকট্রনিক্স হাত ঘড়ি বা যে কোন ধরণের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বা এজাতীয় বস্তু সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করা বা সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোন পরীক্ষার্থী উল্লিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে তাকে তাৎক্ষণিক বহিষ্কার করাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাজস্ব খাতভুক্ত "সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৪" এর লিখিত পরীক্ষায় ব্যবহৃত ও.এম.আর. শীট পূরণের নির্দেশনাবলী

[প্রার্থীকে অবশ্যই এ নির্দেশনা অনুযায়ী ও.এম.আর.শীট পূরণ করতে হবে]

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজস্ব খাতভুক্ত "সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৪" এর লিখিত পরীক্ষা শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক (এমসিকিউ) প্রশ্নে গ্রহণ করা হবে।

২. পরীক্ষার মোট সময় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট। ৮০ (আশি) নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। মোট প্রশ্ন সংখ্যা হবে ৮০ (আশি)। প্রতি প্রশ্নের জন্যে ১ (এক) নম্বর নির্ধারণ করা আছে। উত্তরদাতা প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ (দশমিক দুই পাঁচ) নম্বর কাটা যাবে।

৩. ওএমআর শীটের উপরের অংশে সন লেখার জন্য চারটি ঘর সম্বলিত ছক আছে। এই ছকের দুটি সংখ্যা (২০) লেখা আছে। বাকী ১৪ সংখ্যাটি পরীক্ষার্থীকে লিখে সনের ঘর পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংখ্যাটি হবে ২০১৪। ২০১৪ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের আলোকে লিখিত পরীক্ষাটি গ্রহন করা হচ্ছে।

৪. নৈর্ব্যক্তিক প্রত্যেক প্রশ্ন নম্বরের নিচে (ক), (খ), (গ), (ঘ) এ রকম ৪টি করে উত্তর দেয়া থাকবে। উত্তর প্রদানের জন্য পরীক্ষা কক্ষে প্রত্যেক প্রার্থীকে আলাদাভাবে একটি করে ও.এম.আর. শীট ও প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে। প্রার্থী অবশ্যই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য সরবরাহকৃত ও.এম.আর. শীটটি ব্যবহার করবেন। কোন অবস্থাতেই ওএমআর বা প্রশ্নপত্রে বা প্রশ্নের পার্শ্বে বা সম্ভাব্য উত্তরের ডান পার্শ্বে উত্তর হিসেবে কোন টিক (✓) চিহ্ন বা অন্য কোন চিহ্ন দেয়া যাবে না।

৫. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরপত্র বা ও.এম.আর. শীটের বাম পার্শ্বে প্রশ্ন নম্বর ও উহার ডান পার্শ্বে (ক) (খ) (গ) (ঘ) এই ভাবে ৪টি বৃত্তাকার ঘর থাকবে।

উদাহরণ: প্রশ্ন নম্বর উত্তর
৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)

প্রার্থী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ণয় করে ও.এম.আর. শীটে তাঁর বাছাইকৃত সংশ্লিষ্ট উত্তরের বৃত্তাকার ঘরটি কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা পূরণ করবেন।

উদাহরণ: প্রশ্ন ৩। বাংলাদেশের রাজধানী উত্তর: (ক) (খ) (গ) (ঘ)
(ক) রাজশাহী
(খ) ঢাকা
(গ) বগুড়া
(ঘ) কুমিল্লা

সঠিক উত্তরটি হবে ঢাকা, অর্থাৎ (খ)। এক্ষেত্রে ও.এম.আর. শীটের ৩নং প্রশ্নের পাশে (ক) (খ) (গ) (ঘ) চারটি বৃত্তাকার ঘরের খ নম্বর বৃত্তাকার ঘরটি কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা ভরাট করতে হবে।

যেমন: (ক) ● (গ) (ঘ)

৬. বৃত্তাকার ঘরগুলো পূর্ণভাবে ভরাট করতে হবে। পদ্ধতি নিম্নরূপ:
সঠিক পদ্ধতি: ●
ভুল পদ্ধতি: ◉ অথবা ◉ অথবা ✓ অথবা ⊖ অথবা ⊗ অথবা ⊕

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে প্রশ্নটি ভালভাবে পড়ে ও.এম.আর. শীটের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের ডানদিকের একটি মাত্র বৃত্তাকার ঘর ভরাট করতে হবে। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে তা কেটে অন্য কোন ঘর ভরাট করা যাবে না। বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা ভরাট করতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক বৃত্তাকার ঘর পূরণ/দাগ দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. ওএমআর শীটটি কোন অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভাঁজহীন উত্তরপত্র মেশিনে মূল্যায়নের জন্য অপরিহার্য। নির্ধারিত ঘর ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় কোনরূপ দাগ/চিহ্ন থাকবে না। এইরূপ দাগ/চিহ্ন থাকলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

"মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরী হবে। কোন ধরণের অর্থ লেনদেন বা তদবির করে চাকরী পাওয়ার সুযোগ নেই। কোন ধরণের অর্থ লেনদেন করে প্রতারিত হবেন না।"

৮. প্রার্থীকে ওএমআর শীটে নিজ রোল নম্বর, প্রশ্নপত্রের সেট কোড, জেলা কোড, উপজেলা/থানা কোড, জেন্ডার (পুরুষ/মহিলা) অবশ্যই নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী পূরণ করতে হবে। অন্যথায় তাঁর উত্তরপত্র বাতিল হবে।

৯. ওএমআর শীটে রোল নম্বরের ঘর পূরণ করার সময় রোল নম্বরের নিচের বৃত্তাকার ঘরগুলিতে সঠিক সংখ্যা কালো কালির বল-পয়েন্ট কলম দ্বারা পূর্ণভাবে ভরাট করতে হবে। রোল নম্বরের ঘর ভরাট করার সময় অবশ্যই প্রথমে একক, তারপর দশক, অতঃপর শতক এই ক্রম অনুসরণ করে রোল নম্বর-এর ঘর ভরাট করতে হবে। তাছাড়া প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও জেলার নাম স্বহস্তে পূরণ করে প্রার্থীর স্বাক্ষরের ঘরে তাকে স্বাক্ষর করতে হবে। ওএমআর-এর নিচের অংশের বাম পাশে প্রশ্ন উত্তর এবং ডান পাশে জেলা কোড ও প্রশ্নের সেট কোড প্রার্থী পূরণ করবেন। এতদ্ব্যতীত কোন কিছু লিখলে, চিহ্ন দিলে, স্বাক্ষর করলে বা কোন সীলমোহর ব্যবহার করলে উত্তরপত্রটি সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে।

উদাহরণ:
রোল নং ১২১০৮২১

রোল নম্বর						
নিযুত	লক্ষ	অজুত	হাজার	শতক	দশক	একক
১	২	১	০	৮	২	১
০	০	০	●	০	০	০
●	১	●	১	১	১	●
২	●	২	২	২	●	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	●	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯

প্রশ্নপত্রের সেট কোড নং			
হাজার	শতক	দশক	একক
৩	১	১	২
০	০	০	০
১	●	●	১
২	২	২	●
●	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮
৯	৯	৯	৯

১০. প্রার্থী যে সেট প্রশ্নপত্র ব্যবহার করবেন, ওএমআর ফরমে সে সেট কোড নম্বর-এর বৃত্তাকার ঘরগুলো ভরাট করতে হবে।

উদাহরণ: ধরুন আপনার ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রের সেট কোড নম্বর-৩১১২। তা হলে সেট কোডের এককের ঘর ২, দশকের ঘর ১, শতকের ঘর ১ ও হাজারের ঘর ৩ নম্বর বৃত্তাকার ঘরটি ভরাট করবেন। প্রশ্নের সেট কোড নম্বর এর ঘর ভরাট না করলে বা ভরাট করতে ভুল হলে তার উত্তরপত্র বাতিল হবে।

জেলা কোড	
দশক	একক
১	২
০	০
●	১
২	●
৩	৩
৪	৪
৫	৫
৬	৬
৭	৭
৮	৮
৯	৯

উপজেলা কোড	
দশক	একক
১	৫
০	০
●	১
২	২
৩	৩
৪	৪
৫	●
৬	৬
৭	৭
৮	৮
৯	৯

১১. প্রত্যেক জেলা এবং উপজেলা/থানার বিপরীতে একটি জেলা কোড ও উপজেলা/থানা কোড আছে। ওএমআর শীটে অবশ্যই জেলা কোড ও উপজেলা/থানা কোডের সংশ্লিষ্ট বৃত্তাকার ঘরগুলো একই নিয়মে ভরাট করতে হবে।

উদাহরণ: ধরুন আপনার নিজ স্থায়ী জেলা ঢাকা এবং উপজেলা/থানা- তেজগাঁও। ঢাকা জেলার কোড নং ১২। তেজগাঁও থানার কোড নং ১৫। এমতাবস্থায় আপনার জেলা কোড নম্বর ও থানার কোড নম্বর প্রর্দশিত ভাবে ভরাট করবেন: (প্রথমে এককের ঘর, পরে দশকের ঘর ভরাট করতে হবে)।

১২. জেলা ও উপজেলা/থানা কোড নম্বর নিম্নরূপ:

জেলার নাম ও কোড নম্বর	উপজেলা/থানার নাম ও কোড নম্বর	জেলার নাম ও কোড নম্বর	উপজেলা/থানার নাম ও কোড নম্বর
ঢাকা-১২	কোতয়ালী-১০, সুত্রাপুর-১১, ডেমরা-১২, মতিঝিল-১৩, রমনা-১৪, তেজগাঁও-১৫, সেনানিবাস-১৬, গুলশান-১৭, মিরপুর-১৮, মোহাম্মদপুর-১৯, ধানমন্ডি-২০, লালবাগ-২১, সাভার-২২, ধামরাই-২৩, কেরানীগঞ্জ-২৪, নবাবগঞ্জ-২৫, দোহার-২৬।	ময়মনসিংহ-১৮	সদর-১০, মুক্তাগাছা-১১, ত্রিশাল-১২, ঈশ্বরগঞ্জ-১৩, নান্দাইল-১৪, হালুয়াঘাট-১৫, ফুলবাড়ীয়া-১৬, গফরগাঁও-১৭, গৌরীপুর-১৮, ফুলপুর-১৯, ধোবাউড়া-২০, ভালুকা-২১, তারাকান্দা-২২।
গাজীপুর-১৩	সদর-১০, কালীগঞ্জ-১১, টংগী-১২, শ্রীপুর-১৩, কাপাসিয়া-১৪, কালিয়াকৈর-১৫।	কিশোরগঞ্জ-১৯	সদর-১০, হোসেনপুর-১১, পাকুন্দিয়া-১২, কটিয়াদী-১৩, ভৈরব-১৪, বাজিতপুর-১৫, কুলিয়ারচর-১৬, অষ্টগ্রাম-১৭, নিকলী-১৮, মিঠামইন-১৯, ইটনা-২০, তাড়াইল-২১, করিমগঞ্জ-২২।

"মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরী হবে। কোন ধরণের অর্থ লেনদেন বা তদবির করে চাকরী পাওয়ার সুযোগ নেই। কোন ধরণের অর্থ লেনদেন করে প্রতারিত হবেন না।"

জেলার নাম ও কোড নম্বর	উপজেলা/থানার নাম ও কোড নম্বর	জেলার নাম ও কোড নম্বর	উপজেলা/থানার নাম ও কোড নম্বর
নারায়ণগঞ্জ-১৪	সদর-১০, বন্দর-১১, সোনারগাঁ-১২, আড়াইহাজার-১৩, রূপগঞ্জ-১৪।	নেত্রকোনা-২০	সদর-১০, কেন্দুয়া-১১, আটপাড়া-১২, মদন-১৩, বারহাট্টা-১৪, খালিয়াজুরী-১৫, মোহনগঞ্জ-১৬, কলমাকান্দা-১৭, পূর্বধলা-১৮, দুর্গাপুর-১৯।
মুন্সীগঞ্জ-১৫	সদর-১০, লৌহজং-১১, সিরাজদিখান-১২, গজারিয়া-১৩, টংগীবাড়ী-১৪, শ্রীনগর-১৫।	জামালপুর-২১	সরিষাবাড়ী-১০, মেলান্দহ-১১, দেওয়ানগঞ্জ-১২, বকশীগঞ্জ-১৩, সদর-১৪, ইসলামপুর-১৫, মাদারগঞ্জ-১৬।
মানিকগঞ্জ-১৬	সদর-১০, ঘিওর-১১, সিংগাইর-১২, সাটুরিয়া-১৩, হরিরামপুর-১৪, শিবালয়-১৫, দৌলতপুর-১৬।	শেরপুর-২২	সদর-১০, শ্রীবরদী-১১, নালিতাবাড়ী-১২, নকলা-১৩, ঝিনাইগাতী-১৪।
নরসিংদী-১৭	মনোহরদী-১০, রায়পুরা-১১, বেলাব-১২, সদর-১৩, পলাশ-১৪, শিবপুর-১৫।	টাংগাইল-২৩	সদর-১০, কালিহাতী-১১, ঘাটাইল-১২, দেলদুয়ার-১৩, বাসাইল-১৪, গোপালপুর-১৫, ভূঞাপুর-১৬, নাগরপুর-১৭, মধুপুর-১৮, ধনবাড়ী-১৯, মির্জাপুর-২০, সখিপুর-২১।
ফরিদপুর-২৪	আলফাডাঙ্গা-১০, চরভদ্রাসন-১১, নগরকান্দা-১২, সদর-১৩, বোয়ালমারী-১৪, ভাঙ্গা-১৫, মধুখালী-১৬, সদরপুর-১৭, সালথা-১৮।	কক্সবাজার-৪৬	সদর-১০, রামু-১১, চকরিয়া-১২, পেকুয়া-১৩, কুতুবদিয়া-১৪, মহেশখালী-১৫, উখিয়া-১৬, টেকনাফ-১৭।
রাজবাড়ী-২৫	সদর-১০, পাংশা-১১, বালিয়াকান্দি-১২, গোয়ালন্দ-১৩, কালুখালি-১৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪৭	সদর-১০, নবীনগর-১১, কসবা-১২, সরাইল-১৩, বাঞ্ছারামপুর-১৪, আখাউড়া-১৫, নাসিরনগর-১৬, আশুগঞ্জ-১৭, বিজয়নগর-১৮
শরিয়তপুর-২৬	ভেদরগঞ্জ-১০, ডামুড্যা-১১, গোসাইরহাট-১২, নড়িয়া-১৩, জাজিরা-১৪, সদর-১৫।	কুমিল্লা-৪৮	আদর্শ সদর-১০, চান্দিনা-১১, বুড়িচং-১২, চৌদ্দগ্রাম-১৩, তিতাস-১৪, সদর দক্ষিণ-১৫, নাঙ্গলকোট-১৬, দেবিদ্বার-১৭, মনোহরগঞ্জ-১৮, মুরাদনগর-১৯, ব্রাহ্মণপাড়া-২০, লাকসাম-২১, মেঘনা-২২, হোমনা-২৩, বরুড়া-২৪, দাউদকান্দি-২৫।
মাদারীপুর-২৭	সদর-১০, কালকিনি-১১, শিবচর-১২, রাজৈর-১৩।	লক্ষ্মীপুর-৪৯	রামগতি-১০, রায়পুর-১১, রামগঞ্জ-১২, সদর-১৩, কমলনগর-১৪।
গোপালগঞ্জ-২৮	কোটালীপাড়া-১০, কাশিয়ানী-১১, টুঙ্গীপাড়া-১২, সদর-১৩, মুকসুদপুর-১৪	নোয়াখালী-৫০	সদর-১০, বেগমগঞ্জ-১১, চাটখিল-১২, সেনবাগ-১৩, কোম্পানীগঞ্জ-১৪, হাতিয়া-১৫, সুবর্ণচর-১৬, সোনাইমুড়ী-১৭, কবিরহাট-১৮।
রাজশাহী-২৯	গোদাগাড়ী-১০, চারঘাট-১১, তানোর-১২, দুর্গাপুর-১৩, পুঠিয়া-১৪, পবা-১৫, বাগমারা-১৬, বাঘা-১৭, বোয়ালিয়া-১৮, মোহনপুর-১৯।	ফেনী-৫১	সদর-১০, দাগনভূঁঞা-১১, সোনাগাজী-১২, ছাগলনাইয়া-১৩, পরশুরাম-১৪, ফুলগাজী-১৫।
চাঁপাই-নবাবগঞ্জ-৩০	সদর-১০, শিবগঞ্জ-১১, গোমস্তাপুর-১২, নাচোল-১৩, ভোলাহাট-১৪	চাঁদপুর-৫২	সদর-১০, কচুয়া-১১, হাজীগঞ্জ-১২, হাইমচর-১৩, শাহরাস্তি-১৪, ফরিদগঞ্জ-১৫, মতলব দক্ষিণ-১৬, মতলব উত্তর-১৭।
নাটোর-৩১	গুরুদাসপুর-১০, বড়াইগ্রাম-১১, লালপুর-১২, সদর-১৩, বাগাতিপাড়া-১৪, সিংড়া-১৫, নলডাঙ্গা-১৬।	সিলেট-৫৩	সদর-১০, বিশ্বনাথ-১১, বালাগঞ্জ-১২, গোলাপগঞ্জ-১৩, বিয়ানীবাজার-১৪, দঃ সুরমা-১৫, জকিগঞ্জ-১৬, কানাইঘাট-১৭, গোয়াইনঘাট-১৮, কোম্পানীগঞ্জ-১৯, জৈন্তাপুর-২০, ফেঞ্চুগঞ্জ-২১।
নওগাঁ-৩২	আত্রাই-১০, ধামইরহাট-১১, সদর-১২, নিয়ামতপুর-১৩, পত্নীতলা-১৪, পোরশা-১৫, বদলগাছি-১৬, মহাদেবপুর-১৭, মান্দা-১৮, রাণীনগর-১৯, সাপাহার-২০।	সুনামগঞ্জ-৫৪	সদর-১০, দোয়ারাবাজার-১১, বিশ্বম্ভরপুর-১২, ছাতক-১৩, তাহিরপুর-১৪, জামালগঞ্জ-১৫, ধর্মপাশা-১৬, শাল্লা-১৭, দিরাই-১৮, জগন্নাথপুর-১৯, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-২০।
বগুড়া-৩৩	আদমদীঘি-১০, কাহালু-১১, গাবতলী-১২, দুপচাঁচিয়া-১৩, ধুনট-১৪, নন্দীগ্রাম-১৫, সদর-১৬, শিবগঞ্জ-১৭, শেরপুর-১৮, সারিয়াকান্দি-১৯, সোনাতলা-২০, শাজাহানপুর-২১	মৌলভী বাজার-৫৫	সদর-১০, রাজনগর-১১, কুলাউড়া-১২, কমলগঞ্জ-১৩, শ্রীমঙ্গল-১৪, জুড়ী-১৫, বড়লেখা-১৬।
পাবনা-৩৪	সদর-১০, সুজানগর-১১, চাটমোহর-১২, সাথিয়া-১৩, ঈশ্বরদী-১৪, বেড়া-১৫, আটঘরিয়া-১৬, ফরিদপুর-১৭, ভাগুড়া-১৮।	হবিগঞ্জ-৫৬	সদর-১০, নবীগঞ্জ-১১, বানিয়াচং-১২, বাহুবল-১৩, লাখাই-১৪, চুনারুঘাট-১৫, মাধবপুর-১৬, আজমিরীগঞ্জ-১৭।
সিরাজগঞ্জ-৩৫	উল্লাপাড়া-১০, কাজিপুর-১১, কামারখন্দ-১২, চৌহালী-১৩, তাড়াশ-১৪, বেলকুচি-১৫, রায়গঞ্জ-১৬, শাহাজাদপুর-১৭, সদর-১৮।	খুলনা-৫৭	কয়রা-১০, সদর-১১, ডুমুরিয়া-১২, তেরখাদা-১৩, দাকোপ-১৪, দিঘলিয়া-১৫, পাইকগাছা-১৬, ফুলতলা-১৭, বটিয়াঘাটা-১৮, রূপসা-১৯।
রংপুর-৩৬	কাউনিয়া-১০, গংগাচড়া-১১, তারাগঞ্জ-১২, পীরগঞ্জ-১৩, পীরগাছা-১৪, বদরগঞ্জ-১৫, মিঠাপুকুর-১৬, সদর-১৭।	বাগেরহাট-৫৮	কচুয়া-১০, চিতলমারী-১১, ফকিরহাট-১২, সদর-১৩, মোল্লাহাট-১৪, মোড়েলগঞ্জ-১৫, মংলা-১৬, রামপাল-১৭, শরণখোলা-১৮।
গাইবান্ধা-৩৭	সদর-১০, গোবিন্দগঞ্জ-১১, পলাশবাড়ী-১২, ফুলছড়ি-১৩, সাদুল্যাপুর-১৪, সাঘাটা-১৫, সুন্দরগঞ্জ-১৬।	সাতক্ষীরা-৫৯	আশাশুনি-১০, কলারোয়া-১১, কালিগঞ্জ-১২, তালা-১৩, দেবহাটা-১৪, শ্যামনগর-১৫, সদর-১৬।
কুড়িগ্রাম-৩৮	উলিপুর-১০, সদর-১১, চিলমারী-১২, নাগেশ্বরী-১৩, ফুলবাড়ী-১৪, ভুরুঙ্গামারী-১৫, রাজারহাট-১৬, রৌমারী-১৭, রাজিবপুর-১৮।	যশোর-৬০	অভয়নগর-১০, কেশবপুর-১১, চৌগাছা-১২, ঝিকরগাছা-১৩, বাঘারপাড়া-১৪, মনিরামপুর-১৫, শার্শা-১৬, সদর-১৭।
পঞ্চগড়-৩৯	আটোয়ারী-১০, তেতুলিয়া-১১, দেবীগঞ্জ-১২, সদর-১৩, বোদা-১৪।	নড়াইল-৬১	সদর-১০, লোহাগড়া-১১, কালিয়া-১২।
ঠাকুরগাঁও-৪০	সদর-১০, পীরগঞ্জ-১১, বালিয়াডাংগী-১২, রাণীশংকৈল-১৩, হরিপুর-১৪।	কুষ্টিয়া-৬২	সদর-১০, কুমারখালী-১১, খোকসা-১২, মিরপুর-১৩, ভেড়ামারা-১৪, দৌলতপুর-১৫।
লালমনিরহাট-৪১	আদিতমারী-১০, কালীগঞ্জ-১১, পাটগ্রাম-১২, সদর-১৩, হাতীবান্ধা-১৪।	মাগুরা-৬৩	সদর-১০, মোহাম্মদপুর-১১, শালিখা-১২, শ্রীপুর-১৩।
দিনাজপুর-৪২	কাহারোল-১০, খানসামা-১১, ঘোড়াঘাট-১২, চিরিরবন্দর-১৩,	মেহেরপুর-৬৪	সদর-১০, গাংনী-১১, মুজিবনগর-১২,

---

"মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরী হবে। কোন ধরণের অর্থ লেনদেন বা তদবির করে চাকরী পাওয়ার সুযোগ নেই। কোন ধরণের অর্থ লেনদেন করে প্রতারিত হবেন না।"

জেলার নাম ও কোড নম্বর	উপজেলা/থানার নাম ও কোড নম্বর	জেলার নাম ও কোড নম্বর	উপজেলা/থানার নাম ও কোড নম্বর
	সদর-১৪, নবাবগঞ্জ-১৫, পার্বতীপুর-১৬, ফুলবাড়ী-১৭, বিরল-১৮, বিরামপুর-১৯, বীরগঞ্জ-২০, বোচাগঞ্জ-২১, হাকিমপুর-২২।		
নীলফামারী-৪৩	কিশোরগঞ্জ-১০, জলঢাকা-১১, ডিমলা-১২, ডোমার-১৩, সদর-১৪, সৈয়দপুর-১৫।	ঝিনাইদহ-৬৫	কালীগঞ্জ-১০, কোটচাঁদপুর-১১, সদর-১২, মহেশপুর-১৩, শৈলকুপা-১৪, হরিনাকুন্ড-১৫।
জয়পুরহাট-৪৪	আক্কেলপুর-১০, কালাই-১১,সদর-১২, পাঁচবিবি-১৩, ক্ষেতলাল-১৪।	চুয়াডাংগা-৬৬	আলমডাঙ্গা-১০, সদর-১১, দামুড়হুদা-১২, জীবননগর-১৩।
চট্টগ্রাম-৪৫	লোহাগাড়া-১০, সাতকানিয়া-১১, সন্দ্বীপ-১২, ফটিকছড়ি-১৩, পাঁচলাইশ-১৪, মীরসরাই-১৫, পাহাড়তলী-১৬, রাঙ্গুনীয়া-১৭, সীতাকুন্ড-১৮, বন্দর-১৯, চান্দগাঁও-২০, চন্দনাইশ-২১, পটিয়া-২২, ডবলমুরিং-২৩, আনোয়ারা-২৪, বোয়ালখালী-২৫, রাউজান-২৬, বাঁশখালী-২৭, হাটহাজারী-২৮, কোতয়ালী-২৯।	বরিশাল-৬৭	আগৈলঝাড়া-১০, উজিরপুর-১১, গৌরনদী-১২, সদর-১৩, বাকেরগঞ্জ-১৪, বানারীপাড়া-১৫, বাবুগঞ্জ-১৬, মুলাদী-১৭, মেহেন্দিগঞ্জ-১৮, হিজলা-১৯।
পটুয়াখালী-৬৮	কলাপাড়া-১০, গলাচিপা-১১, দশমিনা-১২, সদর-১৩, বাউফল-১৪, মির্জাগঞ্জ-১৫, দুমকী-১৬, রাঙ্গাবালি-১৭।	ভোলা-৭১	সদর-১০, দৌলতখান-১১, বোরহানউদ্দিন-১২, লালমোহন-১৩, চরফ্যাশন-১৪, তজুমদ্দিন-১৫, মনপুরা-১৬।
পিরোজপুর-৬৯	কাউখালী-১০, নাজিরপুর-১১, সদর-১২, ভান্ডারিয়া-১৩, মঠবাড়িয়া-১৪, নেছারাবাদ-১৫, ইন্দুরকানি (জিয়ানগর)-১৬।	বরগুনা-৭২	আমতলী-১০, পাথরঘাটা-১১, সদর-১২, বামনা-১৩, বেতাগী-১৪, তালতলী-১৫।
ঝালকাঠি-৭০	কাঠালিয়া-১০, সদর-১১, নলছিটি-১২, রাজাপুর-১৩।		

১৩. ওএমআর শীটে পরীক্ষার্থীর জেন্ডার (পুরুষ/মহিলা) থাকবে। জেন্ডার পুরুষ হলে পুরুষের বাম দিকের ঘর এবং মহিলা হলে মহিলার বাম দিকের ঘরটি কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা ভরাট করতে হবে। যেমন, প্রার্থী মহিলা হলে নিম্নরূপভাবে বৃত্ত পূরণ করবেন:

◯	পুরুষ
●	মহিলা

১৪. ওএমআর শীটের নির্দিষ্ট ঘর ব্যতিরেকে কোন জায়গায় কোনকিছু লেখা বা দাগ দেয়া যাবে না।

১৫. হাজিরা শীটে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, প্রার্থীর স্বাক্ষর, ওএমআর শীটের ওএমআর নম্বর, প্রশ্নের সেট নম্বর ও কক্ষ পরির্দশকের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে। উল্লেখ্য, অনলাইনে আপলোডকৃত আবেদনপত্রের প্রার্থীর স্বাক্ষরের সাথে হাজিরা শীটের স্বাক্ষরের মিল থাকতে হবে। হাজিরা শীটে ওএমআর শীট নম্বর ও প্রশ্নের সেট নম্বর নিজ হাতে না লিখলে প্রার্থীর উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গন্য হবে।

১৬. **প্রবেশপত্র ব্যতিরেকে কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন বই, উত্তরপত্র, নোট বা অন্য কোন কাগজপত্র, ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ভ্যানিটি ব্যাগ, পার্স, হাত ঘড়ি বা ঘড়ি জাতীয় বস্তু, ইলেকট্রনিক্স হাত ঘড়ি বা যে কোন ধরণের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বা এজাতীয় বস্তু সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করা বা সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোন পরীক্ষার্থী উল্লিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে তাকে তাৎক্ষণিক বহিষ্কার করাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

"মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরী হবে। কোন ধরণের অর্থ লেনদেন বা তদবির করে চাকরী পাওয়ার সুযোগ নেই। কোন ধরণের অর্থ লেনদেন করে প্রতারিত হবেন না।"